আহকামুন নিসা

নারীদের জন্য প্রয়োজনীয় ফাযায়েল, মাসায়েল,
মাছনূন দুআ-দুরূদ, নসীহত ও নেক বিবিদের
কাহিনী সম্বলিত ঘর ও মজলিসে তালীমের
উপযোগী কিতাব

লেখক
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
মুহাদ্দিছ, জামিআ ইসলামিয়া আরাবিয়া
তাঁতীবাজার, ইসলামপুর, ঢাকা-১১০০

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার, দোকান নং-৫
১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১৬৪৫২৭, ০১৭১২-৮৯৫৭৮৫

সূচীপত্র

বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নং
● হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম)-এর অভিমত	২১
● প্রকাশকের কথা	২২
● ভূমিকা	২৩

প্রথম অধ্যায়

নেক বিবিদের কাহিনী

● কয়েকজন নবীর স্ত্রী

হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাওয়া ২৬
হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা ২৭
হযরত আইয়ূব (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি রহমত ২৯
হযরত মূসা (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি সাফূরা ৩০

● নবী করীম (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ

হযরত খাদীজা (রাযিঃ) ৩২
হযরত সাওদা (রাযিঃ) ৩৪
হযরত আয়েশা (রাযিঃ) ৩৫
হযরত হাফসা (রাযিঃ) ৩৬
হযরত যায়নাব বিন্‌তে খুযায়মা (রাযিঃ) ৩৭
হযরত যায়নাব বিন্‌তে জাহ্‌শ (রাযিঃ) ৩৮
হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ) ৪০
হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ৪১
হযরত জুওয়াইরিয়া (রাযিঃ) ৪২
হযরত মায়মূনা (রাযিঃ) ৪৩
হযরত সাফিয়্যাহ (রাযিঃ) ৪৪

● কয়েকজন নবীর মা

হযরত মূসা (আঃ)-এর মা ইউখান্দ ৪৬
হযরত ঈসা (আঃ)-এর মা মারইয়াম ৪৭
নবী করীম (সাঃ)-এর দুধমাতা হালিমা সা'দিয়া (রাযিঃ) ৪৮

• কয়েকজন নবীর কন্যা
হযরত লূত (আঃ)-এর কন্যাগণ ---- ৪৯
হযরত শুআইব (আঃ)-এর কন্যা সাফীরা ---- ৫০

• নবী করীম (সাঃ)-এর কন্যাগণ
হযরত যায়নাব (রাযিঃ) ---- ৫১
হযরত রুকাইয়া (রাযিঃ) ---- ৫২
হযরত উম্মে কুলসুম (রাযিঃ) ---- ৫৩
হযরত ফাতেমা (রাযিঃ) ---- ৫৪

• কয়েকজন সাহাবীর স্ত্রী
হযরত আবূ তালহা (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মে সুলাইম (রাযিঃ) ---- ৫৫
হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসউদ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী যায়নাব (রাযিঃ) ---- ৫৭
হযরত উবাদাহ্ (রাযিঃ)-এর স্ত্রী উম্মে হারাম (রাযিঃ) ---- ৫৭

• কয়েকজন সাহাবীর মা
হযরত আবূ যার গিফারী (রাযিঃ)-এর মা ---- ৫৯
হযরত আবূ হুরায়রাহ (রাযিঃ)-এর মা ---- ৫৯
হযরত হুযাইফা (রাযিঃ)-এর মা ---- ৬০
হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)-এর মা ---- ৬১

• কয়েকজন মহিয়সী নারী
নমরূদের কন্যা ---- ৬২
বিবি আসিয়া ---- ৬৩
রাণী বিলকীস ---- ৬৪
হযরত মারইয়াম-এর মা বিবি হান্নাহ ---- ৬৬
হযরত রাবেয়া বসরিয়া (রহঃ) ---- ৬৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

মহিলাদের খাস নসীহত

নসীহত-১ (মাতৃজাতির মর্যাদা) ---- ৭০
নসীহত-২ (নারীদের জান্নাত লাভের সহজ ব্যবস্থা) ---- ৭২
নসীহত-৩ (নারীদের পর্দা প্রসঙ্গ) ---- ৭৪

নসীহত-৪ (নারীদের সাজ-সজ্জা প্রসঙ্গ) ---------- ৮২
নসীহত-৫ (স্বামীর খেদমত প্রসঙ্গ) ---------- ৮৪
নসীহত-৬ (নারীদের বিশেষ দুটি দোষ প্রসঙ্গ) ---------- ৮৬
নসীহত-৭ (মৃত্যুর স্মরণ প্রসঙ্গ) ---------- ৮৮
নসীহত-৮ (কবরের আযাব প্রসঙ্গ) ---------- ৯১
নসীহত-৯ (জাহান্নামের আযাব প্রসঙ্গ) ---------- ৯৫
নসীহত-১০ (জান্নাত প্রসঙ্গ) ---------- ১০৪

তৃতীয় অধ্যায়

বৎসরের বিশেষ কয়েকদিনের আমল

মুহাররম ও আশুরা ---------- ১০৯
১২ই রবিউল আউয়াল ---------- ১১৩
রাসূল (সাঃ)-এর সীরাত প্রসঙ্গ ---------- ১১৯
শবে মে'রাজ ---------- ১২১
শবে বরাত ---------- ১৩৩
সালাতুত তাসবীহ ---------- ১৩৬
শবে ক্বদর ---------- ১৪১
দুই ঈদের রাতে করণীয় ---------- ১৪৬
ফাতেহা ইয়াযদহম ---------- ১৪৭
৯ই জিলহজ্জ থেকে ১৩ই জিলহজ্জ পর্যন্ত তাকবীরে তাশরীকের বিধান ---------- ১৪৭
ঈদের দিনগুলোর আমল ---------- ১৪৮

চতুর্থ অধ্যায়

ইল্‌মে দ্বীন বিষয়ক

• ইল্‌মে দ্বীন সম্পর্কিত আলোচনা

ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার গুরুত্ব ---------- ১৪৯
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত ---------- ১৫০
ইল্‌মে দ্বীন শিক্ষা করার ব্যাপারে আমাদের উদাসীনতা ---------- ১৫৩
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার সহীহ নিয়ত ---------- ১৫৩
ইল্‌মে দ্বীন হাছেল করার তরীকা ---------- ১৫৪

সন্তান ও শিশুদের শিক্ষা বিষয়ক নীতি ও মাসায়েল ---------------- ৫৮৪
সন্তানের দাবি-দাওয়া ও জিদ পূরণ করার বিষয়ে কতিপয় নীতি ও মাসায়েল ৫৮৫
শিশুদের শাসন করার পদ্ধতি ও মাসায়েল ---------------------------- ৫৮৫
সন্তানকে সৎচরিত্রবান ও দ্বীনদার বানানোর তরীকা ----------------- ৫৮৬
যাদের সন্তান সুপথে আসে না তাদের শান্ত্বনা ------------------- ৫৮৯
যাদের সন্তান মারা যায় তাদের শান্ত্বনা ------------------------ ৫৮৯
যাদের কোন সন্তান হয় না বা পুত্র হয় না তাদের শান্ত্বনা ----------- ৫৯০
সতীনের সন্তানের জন্য যা করণীয় -------------------------------- ৫৯১

● রান্না-বান্না

রান্না-বান্না ও পানাহারের মাসায়েল -------------------------------- ৫৯২
যে সব পশু পাখী খাওয়া জায়েয ও হালাল ------------------------ ৫৯২
যেসব পশু পাখী খাওয়া জায়েয নয় ------------------------------- ৫৯৩
হালাল পশুপাখীর যা যা খাওয়া নাজায়েয ------------------------- ৫৯৩
মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী সম্পর্কিত মাসায়েল ------------------ ৫৯৩
যবাই করার মাসায়েল -- ৫৯৪

● পানাহার

পান করার মাসায়েল --- ৫৯৫
খাওয়ার মাসায়েল -- ৫৯৬
মজলিসে খানার সুন্নাত ও আদবসমূহ ------------------------------ ৫৯৭
অমুসলিমদের সাথে পানাহার এবং তাদের তৈরী করা খাদ্য-খাবারের মাসায়েল ৫৯৮
মেহমানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ ----------------------------- ৫৯৮
মেজবানের করণীয় বিশেষ আমলসমূহ ----------------------------- ৬০০

● চলাফেরা ও সফর

ঘরে প্রবেশের মাসায়েল -- ৬০০
ঘর থেকে বের হওয়ার মাসায়েল ----------------------------------- ৬০১
রাস্তা-ঘাটে চলার মাসায়েল --------------------------------------- ৬০১
যানবাহনে চলার মাসায়েল -- ৬০২
সফরে যাওয়ার মাসায়েল --- ৬০২

• বিপদ-আপদ ও চিকিৎসা

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবত কেন আসে এবং তখন কি করণীয়? ----- ৬০২
চিকিৎসার মাসায়েল ---------------------------------- ৬০৪
রোগ অবস্থায় রোগীর যা যা করণীয় --------------------------- ৬০৪
মুমূর্ষ ব্যক্তির নিকট যারা উপস্থিত থাকে তাদের যা যা করণীয় --------- ৬০৫
মৃত্যুর পর করণীয় ------------------------------------ ৬০৬

• কাফন-দাফন

কাফনের কাপড়ের মাসায়েল ---------------------------- ৬০৭
মাইয়েতকে গোসল প্রদানের নিয়ম ------------------------- ৬০৮
কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (মহিলার) --------------------- ৬১০
কাফন পরিধান করানোর নিয়ম (পুরুষের) --------------------- ৬১০
মাইয়েতের পরিবারের সাথে অন্যদের যা যা করণীয় --------------- ৬১১
ঈছালে ছওয়াব ও তার তরীকা -------------------------- ৬১২

সপ্তম অধ্যায়

(মাছনূন দুআ-দুরূদ)

দুআ-দুরূদের গুরুত্ব ও ফায়দা ---------------------------- ৬১৫
• সকাল সন্ধ্যার দুআ ও আমল ----------------------- **৬১৮**
সূর্যোদয়ের সময় দুআ --------------------------------- ৬২০
চাঁদ দেখার দুআ ------------------------------------ ৬২০
ফরয নামাযের পরের দুআ ও আমলসমূহ ------------------- ৬২১
হযরত ফাতেমা (রাঃ)-এর একটি ঘটনা -------------------- ৬২১
• জুমুআর দিনের দুআ ও আমল ---------------------- **৬২৪**

• পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কিত দুআ

নতুন কাপড় পরিধান করার দুআ ------------------------- ৬২৪
পুরাতন কাপড় পরিধান করার দুআ ----------------------- ৬২৪
কাপড় খোলার দুআ ---------------------------------- ৬২৪
জুতা/স্যান্ডেল পরিধান করা ও খোলার দুআ ------------------ ৬২৫
আয়না-চিরুনির দুআ --------------------------------- ৬২৫

● ঘুম ও স্বপ্ন বিষয়ক দুআ

শোয়ার সময়ের দুআ ---- ৬২৫
ঘুম না আসলে পড়ার দুআ ---- ৬২৬
ঘুম থেকে উঠে পড়ার দুআ ---- ৬২৬
সহবাসের দুআ ---- ৬২৬

● সন্তানাদি সম্পর্কিত দুআ

বদ নজর থেকে হেফাজতের দুআ ---- ৬২৬
সন্তান লাভের দুআ ও আমল ---- ৬২৭

● পানাহার বিষয়ক দুআ

পানি পান করার দুআ ---- ৬২৭
যমযমের পানি পান করার দুআ ---- ৬২৭
দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার দুআ ---- ৬২৭
খানার দুআ ---- ৬২৮
দস্তরখানা উঠানোর দুআ ---- ৬২৯
দাওয়াত খাওয়ার দুআ ---- ৬২৯

● ঘর সংক্রান্ত দুআ

ঘরে প্রবেশের দুআ ---- ৬৩০
সফর সংক্রান্ত দুআ ---- ৬৩০
যানবাহন বিষয়ক দুআ ---- ৬৩১
বিপদ-আপদ সংক্রান্ত দুআ ---- ৬৩২
সুখ-দুঃখ বিষয়ক দুআ ---- ৬৩৪
অসুস্থতা সংক্রান্ত দুআ ---- ৬৩৪
মৃত্যু সংক্রান্ত দুআ ---- ৬৩৫
ইস্তেনজা সংক্রান্ত দুআ ---- ৬৩৬

● দুরূদ শরীফ প্রসঙ্গ

দুরূদ শরীফের ফযীলত ---- ৬৩৬
দুরূদ পাঠের হুকুম ---- ৬৩৭

সূচী সমাপ্ত

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ، وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ ، وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ ـ اَمَّا بَعْدُ !

ইসলাম মানব জীবনের একটি মুকাম্মাল হেদায়াত তথা পূর্ণ দিক নির্দেশনা। মানব জীবনের সর্ব বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা ও নীতিমালা রয়েছে। কেউ সেগুলো জেনে সে অনুযায়ী তার পূর্ণ জীবন ঢেলে সাজাতে পারলেই সে পূর্ণ মুসলমান হতে পারবে। যে পূর্ণ মানে সে-ই পূর্ণ মুসলমান।

পূর্ণ মানার জন্য পূর্ণ জানা জরুরী। অর্থাৎ, জীবনের সর্ব বিষয়ে ইল্‌ম হাছেল করা জরূরী। এরূপ জ্ঞান অর্জন করার জন্য যিন্দেগীর যাবতীয় বিষয়ের দিক নির্দেশনা সম্বলিত একখানা কিতাব সামনে থাকলে তা থেকে ভরপুর সহযোগিতা গ্রহণ করা যায়।

নারীদের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে কিতাব রচিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নারী সমাজের জন্য সর্ব বিষয়ের দিক নির্দেশনা সম্বলিত এবং একই সাথে ব্যক্তিগতভাবে অধ্যয়ন এবং ঘরে ও তা'লীমের মজলিসে তা'লীমের উপযোগী একখানি ব্যাপক কিতাবের প্রয়োজনীয়তাবোধ থেকেই "আহ্‌কামুন্ নিসা" কিতাবখানি রচনার প্রয়াস।

একখানি কিতাবেই জীবনের সব কিছু নিয়ে আলোচনা করা ও যাবতীয় হুকুম-আহকাম বিশদ ব্যাখ্যা সহকারে বয়ান করা সম্ভব নয় তা সকলেরই বোধগম্য। তাই এ কিতাবখানায় নেহায়েত নিত্য প্রয়োজনীয় ও আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের মধ্যেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। বিশেষ বিশেষ

স্থানে আমলের ফাযায়েলও বয়ান করে দেয়া হয়েছে, যাতে আমলের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। নারীদের তা'লীমের মজলিসের উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন বিষয়ের হাদীছ ও আয়াত উল্লেখ পূর্বক ওয়াজমূলক কিছু কথা ও বুযুর্গদের কাহিনী সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। কিতাবখানির শুরুতে বেশ কয়েকজন বুযুর্গ নারীর ইতিহাস বর্ণনা করা হয়েছে। এসব ইতিহাস দ্বীনী জীবন গড়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ বৃদ্ধি করবে। কিতাবখানির ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গি সহজ সাবলীল রাখা হয়েছে, যাতে সর্বস্তরের নারী সমাজ সহজে বুঝতে সক্ষম হন। তা'লীমের মজলিসের উপযোগী করার জন্য অনেক স্থানে ওয়াজমূলক বর্ণনাভঙ্গি রাখা হয়েছে।

কিতাবখানি রচনা ও সংকলনের পর মজলিসে দাওয়াতুল হক, বাংলাদেশ-এর আমীর হযরত মাওলানা মাহ্মূদুল হাসান (দামাত বারাকাতুহুম) এর পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় এসলাহের দিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এতদসত্ত্বেও যদি কোন মুহাক্কিক আলেমের দৃষ্টিতে কোন মাসআলায় বা কোন বিষয়ে ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়, তাহলে আমাদেরকে তা অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তার সংশোধনী পেশ করা হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ পাক এ কিতাবখানিকে আমাদের মুসলমান মা-বোনদের ইসলামী যিন্দেগী গঠন ও নাজাতের ওছীলা করুন এবং এই অধম লেখকের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে কবূল করুন। আমীন!

যে সমস্ত মা বোন এ কিতাবখানি ঘরে বা মজলিসে তা'লীম করবেন তারা তা'লীমের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে কিতাবখানির সব অধ্যায় থেকেই কিছু কিছু পাঠ করে শোনাবেন। তাহলে সব ধরনের কথা শ্রোতাদের সামনে আসবে এবং তাতে করে তা'লীমের প্রতি তাদের আকর্ষণও বৃদ্ধি পাবে। তা'লীমের সময় প্রয়োজনীয় স্থানে যথাসাধ্য কিছু ব্যাখ্যাও প্রদান করবেন, যাতে শ্রোতাদের বোঝার ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা কেটে যায় এবং তাদের পূর্ণ ফায়দা হয়।

বিনীত

২৩-০৬- ২০০৫ ইং মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

নেক বিবিদের কাহিনী

নেককার পরহেযগার লোকদের জীবনী পাঠ করলে তাদের মত নেককার পরহেযগার হওয়ার আগ্রহ পয়দা হয়, তাদের মত আমল ও ইবাদত-বন্দেগী এবং সাধনা করার জয্‌বা সৃষ্টি হয়। ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের কাহিনী শুনলে গাফেল অন্তর জেগে উঠে। ওলী আউলিয়া ও বুযুর্গানে দ্বীনের হালাত সামনে না থাকলে মানুষ হয়তো বা আমল ও সাধনায় অগ্রসর হতে পারে না কিংবা অল্প আমল ও কিঞ্চিত সাধনা করেই মনে করে যে, অনেক করছি। কিন্তু বুযুর্গানে দ্বীনের হালাত দেখলে তখন মানুষ বুঝতে পারে তাদের আমলে কত ত্রুটি ও স্বল্পতা রয়েছে। আমলের আগ্রহ ও জয্‌বা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং দ্বীনের উপর চলার নমূনা বোঝার জন্য নিম্নে নেককার বুযুর্গ বিবিদের কিছু কাহিনী পেশ করা হল।

কয়েকজন নবীর স্ত্রী

হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাওয়া

হযরত হাওয়া (আঃ) পৃথিবীর প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)-এর স্ত্রী। হযরত আদম (আঃ) আদি পিতা আর হযরত হাওয়া (আঃ) পৃথিবীর সকল মানুষের মা। আল্লাহ্ তাআলা তাঁর বিশেষ শক্তির দ্বারা হযরত হাওয়া (আঃ)কে হযরত আদম (আঃ)-এর বাম পাঁজরের হাড় থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর হযরত আদম (আঃ)-এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। তাদের

উভয়কে জান্নাতে থাকার স্থান দিয়েছেন। আর জান্নাতের বিশেষ একটি গাছের ফল খেতে নিষেধ করেছেন। শয়তান তাঁদেরকে এই বলে ধোঁকা দিয়েছে যে, তোমরা এই গাছের ফল আহার করলে জান্নাতে চিরস্থায়ী হতে পারবে। তারা শয়তানের ধোঁকায় পড়ে সেই গাছের ফল খেয়েছেন। তখন আল্লাহ তাআলা আদেশ করেছেন ঃ তোমরা জান্নাত ছেড়ে পৃথিবীতে নেমে যাও। হযরত আদম (আঃ) পৃথিবীতে এসে নিজের ভুলের জন্য খুব কেঁদেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর ভুলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে হযরত হাওয়া (আঃ) হযরত আদম (আঃ) থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। (এক জয়ীফ বর্ণনা মতে জান্নাত থেকে হযরত আদম [আঃ]কে হিন্দুস্তানে এবং হযরত হাওয়া [আঃ]কে জেদ্দায় নামানো হয়েছিল।) আল্লাহ তাআলা উভয়কে একত্রিত করে দিয়েছেন। অতঃপর তাঁদের থেকে অসংখ্য সন্তান সন্ততি হয়েছে।[১]

ফায়দা ঃ লক্ষ্য করুন ! হযরত আদম (আঃ)-এর ন্যায় হযরত হাওয়া (আঃ)ও ভুল করেছেন, আবার তওবাও করেছেন। আমাদের অনেক মা বোন আছেন যারা নিজেদের ভুল হয়ে গেলেও তা স্বীকার করতে চান না বরং নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য নানা রকম কথা ও কারণ তৈরি করেন। কোনভাবেই যেন নিজেদের উপর দোষ না আসে তার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। ফলে কখনও সেই পাপ থেকে তাওবা করা হয়ে ওঠে না। কারণ পাপকে পাপ মনে করলেইতো তার জন্য তাওবা আসবে। এমনও অনেক মহিলা আছেন, যারা জীবনভর পাপ করে যাচ্ছেন, অথচ তা বর্জনের নাম-গন্ধও নেই। বিশেষতঃ গীবত করা ও রছম কুসংস্কার পালন করা মহিলাদের একটি দুরারোগ্য ব্যধিতে পরিণত হয়েছে। কোনভাবেই তারা রছম ও বেদআত কুসংস্কার ছাড়তে চান না। এই অভ্যাস ছেড়ে দিতে হবে। পাপকে পাপ বলে স্বীকার করে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাওবা করে নিতে হবে।

হযরত আদম (আঃ) ও হযরত হাওয়া (আঃ)-এর ঘটনা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে জান্নাতের জন্য তৈরি করেছেন। এজন্যই মানব জাতির প্রথম আদি পিতা মাতাকে জান্নাতেই রাখা হয়েছিল। আমাদের আসল বাড়ি হল জান্নাত। আমাদের আসল ঠিকানা হল

---

১. তথ্যসূত্র ঃ معارف القرآن، البداية والنهاية، قصص القرآن ও بہشتی زیور ॥

জান্নাত। দুনিয়া আমাদের আসল বাড়ি নয়, দুনিয়া আমাদের আসল ঠিকানা নয়। তাই আসল বাড়ির জন্য, আসল ঠিকানার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী বিবি হাজেরা

হযরত হাজেরা (আঃ)-এর নাম আমরা অনেকেই শুনেছি। তিনি ছিলেন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর স্ত্রী এবং হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর মাতা।

হযরত ইসমাইল যখন দুগ্ধপায়ী শিশু, তখন আল্লাহ্ তা'আলার মর্জি হল হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সন্তানদের মাধ্যমে মক্কা আবাদ করবেন। অথচ তখন মক্কা নগরী ছিল এক জনশূন্য প্রান্তর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তখন স্ত্রী হাজেরা ও পুত্র ইসমাঈলসহ বর্তমান ফিলিস্তিনের খলীল শহরে বাস করতেন। আল্লাহ্ তাআলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে আদেশ করলেন হযরত হাজেরাকে তাঁর দুধের শিশুসহ মক্কায় রেখে আস। আমিই তাদেরকে রক্ষা করব। আল্লাহ'র নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আঃ) সন্তান ও স্ত্রীকে সেই জনশূন্য প্রান্তরে রেখে এলেন। সম্বল হিসেবে রেখে এলেন এক মশক পানি আর এক থলে খেজুর। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন হযরত হাজেরা ও ইসমাঈলকে সেখানে রেখে শাম দেশে চলে আসছিলেন, তখন হযরত হাজেরা (আঃ) পিছে পিছে আসছিলেন আর বলছিলেন, আপনি এখানে আমাদেরকে একাকী রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আঃ) কোন জবাব দিচ্ছিলেন না। অবশেষে হযরত হাজেরা (আঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আপনার প্রভূর নির্দেশে আমাদেরকে রেখে যাচ্ছেন? হযরত ইবরাহীম (আঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ! তখন হযরত হাজেরা (আঃ) বলে উঠলেন ঃ তাহলে আমাদের আর কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ্ নিজেই আমাদের অবস্থা দেখবেন।

তারপর হযরত হাজেরা (আঃ) আল্লাহ্র উপর ভরসা করে সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন। ক্ষুধা পেলে খেজুর খেয়ে পানি পান করে নিতেন। আর হযরত ইসমাঈল (আঃ)কে দুধ পান করাতেন। ধীরে ধীরে যখন মশকের পানি ফুরিয়ে গেল, তখন মা পুত্র উভয়ের পিপাসা বাড়তে লাগল। শিশু ইসমাঈল পিপাসায় ছটফট করতে লাগল। মা হাজেরা সন্তানের এই দশা বরদাশত করতে পারলেন না। কোন মা-ই সন্তানের এই করুণ দশা সহ্য করতে পারে না। সন্তানের এই করুণ দশা দেখে মা হাজেরা পানির সন্ধানে